সংবাদ

তারিখ ...19 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৬...

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার অপেক্ষায় শিক্ষক সমাজ

মো. আজিজুর রহমান আযম

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। দুনিয়াতে এমন আর একটি পেশা নেই যা সম্মান ও ইজ্জতের দিক থেকে শিক্ষকতা পেশার সমান। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যতীত দুনিয়ার সব উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সরকার এবং জনগণ শিক্ষকদের খুবই সম্মানের চোখে দেখে থাকে। লোক মুখে শুনেছি ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির আগে শিক্ষকের গাড়িকে যেতে সাইড দেয়া হয়। সব উন্নত দেশে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা পেশাগতভাবে সবার উপরে। তাদের বেতন কাঠামো, বাসস্থান, উন্নত যানবাহন, গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়, যা আমাদের মতো অনুন্নত দেশের শিক্ষকদের জন্য সোনার হরিণ মাত্র। এমনকি পার্শ্ববর্তী সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি।

শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর এমন খুব কম দেশেই আছে যেখানে শিক্ষকদের চরম বঞ্চনার শিকার হতে হয়। তার জ্বলন্ত প্রমাণ গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ সালে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে সে কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের কর্মরত একজন শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে (৫৫) পুলিশের লাঠিপেটায় প্রাণ হারাতে হয়। (ইন্না লিল্লাহহি ... রাজিউন)। ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ দাবি আদায় কমিটির আহ্বায়ক উক্ত কলেজের শিক্ষক এসএম আবুল হাশেম গণমাধ্যমকে এ তথ্য দেন। এ ছাড়া ওই ঘটনায় ফুলবাড়িয়া কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াও আহত হন শতাধিক ছাত্র- শিক্ষক-পথচারী। জনাব আবুল কালাম আমাদের ৫ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে একজন হতভাগ্য শিক্ষক। 'আমরা সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। গতকাল দুপুর থেকে সমগ্র ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসী এ পৈশাচিক ও ন্যক্কারজনক ঘটনা দেখে হতবাক হয়ে যায়। আমরা সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষক সমাজ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে এর দ্রুত বিচার দাবি করছি। অন্যথায় সারা দেশের ৯৮ শতাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনসহ এর প্রতিবাদে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের ন্যায্য দাবির ব্যাপারে মাঠে নেমে পড়বে এবং এতে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হবে। সরকারের বড় বড় অর্জনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন, ডটার অব পিস বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নিকট সমগ্র বেসরকারি শিক্ষকদের প্রাণের দাবি দেশের এমপিওভুক্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের ঘোষণার দিন। প্রাক্তণ শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান মহোদয় বেসরকারি শিক্ষক জাতীয়করণের কথা বলে শিক্ষকদের আলোর মুখ দেখিয়ে বিদায় নিলেন। তার বিদায়ের পর বিষয়টি আর এগোয়নি। তিনি শিক্ষক সমাজে তারা হয়ে বেঁচে থাকবেন বা আছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ দেশের সমগ্র বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দিকনির্দেশনা ছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা তিন তিনবারের সফল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাক্তন শিক্ষা সচিব এনআই খানের নিকট দেশের সমগ্র বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করতে কত টাকা লাগবে তার হিসাব চেয়ে ছিলেন। প্রাক্তন শিক্ষা সচিব নেত্রীকে সেই হিসাবও দিয়ে ছিলেন। জনপ্রিয় 'দৈনিক শিক্ষার' মারফত সমগ্র শিক্ষক সমাজ তা অবলোকন করেছেন এবং আশার প্রহর গুনেছিলেন। কবে মাননীয় সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা আসবে। কিন্তু সেটা আর আলোর মুখ দেখেনি। বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে দেশ ক্রমাগতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে যাবে। বর্তমানের দেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। দেশের পদ্মা সেতুর মতো অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সেটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু বর্তমানে দৃশ্যমান। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও অত্যন্ত হতাশার বিষয় বেসরকারি শিক্ষকদের জীবন-মানের কোন উন্নতি হয়নি। ২০১৫ এর ২৫ ডিসেম্বর জাতীয় বেতন গেজেটে বেসরকারি শিক্ষকদের হল বেসরকারি শিক্ষক সমাজ কিন্তু ব্যত্যয় ঘটল অন্যান্য ন্যায্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে। পুরনো ধাচের উৎসব ভাতা এখনও চালু আছে বেসরকারি শিক্ষকদের। বেসরকারি শিক্ষক সমাজ অধ্যক্ষ থেকে পিয়ন পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া পান থোক বরাদ্দ ১০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা পান ৫০০ টাকা। বেসরকারি শিক্ষকরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত নববর্ষ ভাতা থেকে বঞ্চিত হলো। প্রজাতন্ত্রের সব কর্মকর্তা কর্মচারী জুলাই ২০১৬ হতে নতুন ভাবে ইনক্রিমেন্ট প্রথায় অন্তর্ভুক্ত হলো বাদ পড়ল সমাজের সে সব মর্যাদাকর ব্যক্তিরা। আজও তারা ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পাবে কিনা তাও পরিষ্কার নয়। আরও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কলেজ পর্যায়ের একজন শিক্ষক অনার্স মাস্টার্সে এ ভালো ফলাফল করা সত্ত্বেও এবং সঙ্গে অনেকেই এমফিল, পিএইচডি ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও কোটা প্রথার কারণে সারা জীবনেই প্রভাষক হিসেবে চাকুরি কাল শেষ করতে হয়। বেসরকারি শিক্ষকদের বেলায় সবচেয়ে নির্মম ব্যাপার হলো বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, নববর্ষ ভাতা, টিফিন ভাতা, শিক্ষা ভাতা, পাহাড়িয়া ভাতা, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি কোনটাই সর্বশেষ ঘোষিত পে-স্কেলের মূল বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়নি। আমরা বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ অর্থ প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা অত্যন্ত যৌক্তিক। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ আছে বর্তমানে ২.২৭ শতাংশ, যা আমাদের সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় নগণ্য। তাই দেশে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে হলে এবং উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছতে হলে দেশের ৯৮ ভাগ শিক্ষা কার্যক্রম অর্থাৎ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা এখন সময়ের দাবি। বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার যদি সাহসী ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেন তাহলে শিক্ষার ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, যুক্তিবিদ্যা বিভাগ, দালাল বাজার ডিগ্রি কলেজ সদর, লক্ষ্মীপুর]
azam.rahman69@gmail.com